উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জনের পরিণতি

উসতাদ ছাড়া
ইলম অর্জনের পরিণতি

মূল
মাওলানা ফয়সাল আহমাদ নদবী

অনুবাদ
যহীরুল ইসলাম

নাশাত

উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জনের পরিণতি
মূল : মাওলানা ফয়সাল আহমাদ নদবী
অনুবাদ : যহীরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস

নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৭১০৫৬৪৬৭১

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : মুহারেব মাহমুদ

মূল্য : ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

অর্পণ

বাবা, বটবৃক্ষের ন্যায় ছায়া দিয়ে যাচ্ছ।
মা, মমতার ডানায় আমাদের আগলে রেখেছ।
পরম করুণাময়ের দরবারে কামনা- তিনি যেন দীর্ঘ
থেকে আরও দীর্ঘায়ু করেন তাদের শীতল ছায়া ও
মমতার ডানা। আমিন।

আত্মজ
যহীরুল ইসলাম

নাশাতের আরও কিছু বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত/ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

ইনশাআল্লাহ নাশাতের পরবর্তী বই

বৈচিত্র্যময় কোরআন : দৃশ্যমান বৈপরীত্য ও সমাধান / ইমরান হোসাইন নাঈম
ফরজ ইলমের পরিচয়/ শায়েখ আবদুল কাদির বিন আবদুল আজিজ
মুসলিম ইতিহাসে শরিয়াহ আইন/ শায়েখ আবদুল হাকিম হক্কানী
মুসলিমজাতির পতনের ইতিহাস/ মিয়া মুহাম্মদ আফজাল
সুলতান মাহমুদের দেশে/ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.
হারিয়ে যাওয়া পদরেখা/ মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদকের কথা

জ্ঞানের এ-পৃথিবীতে আমরা সকলেই চাই জ্ঞানী হতে, জানার পরিধি বাড়াতে এবং সমাজের উচ্চাসনে পৌঁছতে। সেজন্য হতে হয় অনেক কঠোর পরিশ্রমী এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ সময় অনুশীলন করতে হয়। এটা যেমন জাগতিক শিক্ষাকারিকুলামে প্রযোজ্য তেমনি ধর্মীয়শাস্ত্রেও আবশ্যক। কিন্তু আজকাল সমাজের একশ্রেণির অসাধু লোক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে কিংবা কয়েকটি গ্রন্থ পড়ে নিজেকে জ্ঞানী ভাবছে, যত্রতত্র ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে মত দিচ্ছে, যার দরুন সমাজের মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং দিনদিন এ-সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

বিষয়টি যদিও আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার দাবি রাখে; কিন্তু, লেখক খুবই সফলভাবে বিষয়টির সম্ভাব্য সবদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সংক্ষিপ্তাকারে, সালাফ ও খালাফের গ্রন্থাদির আলোকে।

গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ হয়েছে প্রায় দু'বছর আগে। নদওয়াতুল উলামার প্রথমবর্ষের শুরুর দিকের কথা—একদিন আসর নামাজ পড়ে অপেক্ষা করছি উসতাদে মুহতারাম মাওলানা ফয়সাল আহমাদ নদবী হাফিজাহুল্লাহর জন্য। তিনি বেরিয়ে এলেন, নিজ থেকেই হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করে খোঁজখবর নিলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি তার লিখিত দুটো কিতাব অনুবাদের কথা বললে তিনি খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন এবং আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত অনুমোদন দেবেন বলেও জানালেন। অনুবাদ শেষ হওয়ার পর তাকে জানালাম—শুনে তিনি অনেক দোয়া দিলেন। কিছুদিন পর লিখিত অনুমতিও আমার হাতে তুলে দিলেন। জাযাহুল্লাহ খাইরান।

এরপর কেটে যায় দীর্ঘ এক বছর কিংবা আরও বেশি। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন পরিচয় হয় নাশাত পাবলিকেশনের শ্রদ্ধেয় আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের সঙ্গে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন আমার লেখালেখি সম্পর্কে—আমিও তখন আমতা-আমতা করে দুয়েকটা বিষয় জানালাম। গ্রন্থ-দুটো তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম; কারণ, এখনও কোনোদিক থেকেই বইপ্রকাশের উপযুক্ত হইনি, সবদিক থেকেই আছে নিজের ভেতরে

অনেক কমতি। তারপরও দু'একজন উসতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভাষা সম্পাদনা করতে হবে বলে আহসান ভাইকে জানালাম। তিনি রাজি হলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ করবেন বলে জানালেন।

আল্লাহ তায়ালা লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠকসহ শুভানুধ্যায়ীদের সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

যহীরুল ইসলাম
২৮-১২-২০২০

সূচিপত্র

ইলম অর্জনের শর্ত : ১৫
ইলমের সম্মান ও ভাবমূর্তির বিসর্জন : ১৬
মর্যাদাহীন লোকদের ইলম অর্জনের পরিণাম : ১৬
বর্তমান পরিস্থিতি : ১৭
উম্মাহর সঙ্গে প্রতারণা : ১৮
গ্রন্থের মূল্য এবং শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা : ১৮
শিক্ষা-দীক্ষা নবী পাঠানোর এক মহান লক্ষ্য : ১৮
ব্যক্তি ছাড়া আমলি রাহনুমায়ি সম্ভব নয় : ১৯
মুআল্লিমে কিতাবের প্রাধান্য : ১৯
মুআল্লিমে কিতাব ও তার প্রয়োজনীয়তা : ২০
সাহিব বা আসহাব শব্দের অলংকার : ২৩
আলিম ছাড়া কুরআন-হাদিসের শব্দে ইলম থাকতে পারে না : ২৪
আলিম হওয়ার জন্য ইলমি 'বংশধারা' প্রয়োজন : ২৬
শিক্ষিত জাহেল : ২৭
বাহ্যত জ্ঞান ও মূর্খতার সম্মিলন কেয়ামতের নিদর্শন : ২৭
ইলমি অবস্থান জানার জন্য উসতাদ ও শায়েখদের আলোচনা করা : ২৮
উসতাদ ছাড়া পদস্খলনের আশঙ্কা : ২৮
আবদুল্লাহ বিন মুবারকের সতর্কতা : ২৮
ইমাম শাফেয়ীর উক্তি : ২৯
উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জনকারীর প্রতি আবু হাইয়ান আন্দালুসীর ভর্ৎসনা : ২৯
ইবনে হাজার হাইতামীর সমালোচনা : ২৯
উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জনকারীদের প্রতি ইমাম আজমের অবজ্ঞা : ৩০
এমন ব্যক্তির সাথে ইমাম আহমাদের কথা বলতে অস্বীকার : ৩০
উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জনকারীদের মতামত দেওয়ার অধিকার নেই : ৩০
ইবনে মালেক নাহবির প্রতি আবু হাইয়ানের সমালোচনা : ৩১
উসতাদ ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্র অর্জনকারীর ইমাম যাহাবির সমালোচনা : ৩২
উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জনের প্রতি আলিমদের কঠিন সতর্কবাণী : ৩২
তাফাক্কুহের জন্য দীর্ঘ সোহবতের প্রয়োজন : ৩৩
আলিমদের সাথে সম্পর্কহীনতা পদস্খলনের কারণ : ৩৩
কিতাবের উপর ভরসা এবং স্খলনের শঙ্কা : ৩৪

উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জনের পরিণতি

কিতাবনির্ভর আলিমদের থেকে শেখার প্রতি নিষেধাজ্ঞা : ৩৪
কয়েকজন তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীর পরামর্শ : ৩৪
ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহর গুরুত্বারোপ : ৩৫
শুধু গ্রন্থ দেখে আমল করা বা ফতোয়া দেওয়ার বিধান : ৩৫
আলিম ও ফকিহদের নিকট বাসস্থান গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ : ৩৭
শিক্ষকের আবশ্যকতার কারণসমূহ : ৩৭
উসতাদ ছাড়া জ্ঞানার্জনের ক্ষতিকর দিক : ৩৮
উসতাদ ছাড়া জ্ঞানার্জনকারী থেকে ইলম শেখা কেয়ামতের নিদর্শন : ৩৮
দক্ষ উসতাদ থেকে ইলম অর্জন করার প্রয়োজনীয়তার উপর উম্মতের ঐকমত্য : ৩৯
মূর্খদের খেলার বস্তু হওয়া থেকে ইলমকে যেভাবে রক্ষা করব : ৪০
যোগ্যতা ছাড়া ইলমি ময়দানে যারা পা বাড়িয়েছেন তাদের কাছে কিছু নিবেদন : ৪০
উসতাদ ছাড়া জ্ঞানার্জন ও যোগ্যতা ছাড়া মতামত ব্যক্ত করার প্রতি ভর্ৎসনা : ৪১
ইলমি বিষয়ে মতামত দেওয়ার শর্ত : ৪৩
গ্রন্থপঞ্জি : ৪৪

ভূমিকা

নিজের মধ্যে ইলম ধারণ করবার বিবেচনায় সমাজে তিন শ্রেণির লোক রয়েছে। প্রথমত, রাসেখ ফিল ইলম তথা কোনো শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী আলিম, যিনি দীর্ঘ সময় বিজ্ঞ আলিম উসতাদের বিশেষ সান্নিধ্যে থেকে দীনি ইলমের বিশেষ কোনো শাখায় পরিপক্কতা অর্জন করেছেন, ইলমি সমস্যার সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা যার রয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে দীনি দিকনির্দেশনা প্রদান করার যিনি উপযুক্ত। এই শ্রেণিটিই সমাজের প্রাণকেন্দ্র। দীনি ও ইলমি সমস্যার সমাধানে তাদের দ্বারস্থই হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, মাদরাসার ওই সমস্ত শিক্ষার্থী, যারা একটা দীর্ঘ সময় ধরে যদিও মাদরাসার কোনো বিশেষ পাঠ্যক্রম শেষ করেছেন; কিন্তু কোনো একক শাস্ত্রে 'রুসুখ' বা গভীরতা অর্জন করেননি; এদের উচিত—ইলমি বিষয়ে, বিশেষ করে ফতোয়া প্রদান করা থেকে একেবারেই দূরে সরে থাকা, তারা বরং নিয়োজিত থাকবে নিজের ও অন্যদের বাস্তব জীবন সুন্দর থেকে সুন্দরতর করবার প্রচেষ্টায়।

তৃতীয়ত, এই দুই শ্রেণির বাইরে যারা আছেন। জাগতিক শিক্ষায় তিনি যত বড়ই ডিগ্রিধারী হোন না কেন কিংবা তার ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পরিধি যত দীর্ঘই হোক না কেন, তাদের উচিত নিজেকে পূর্ণরূপে কোনো বিজ্ঞ আলিমের কাছে সঁপে দেওয়া। অন্তত ইলমি ও দীনি বিষয়ে আলিমের মুখাপেক্ষী থাকা তাদের জন্য আবশ্যক। দীনি বিষয়ে মতামত দেওয়া কিংবা আলিমদের সাথে বাহাস-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই।

আবার দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত অনেকে এমন রয়েছেন, যাদের ইলমি অবস্থান সাধারণ লোক থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। তাদেরও দীনি বিষয়ে পরিপূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সে নিজেকে সান্ত্বনা দিবে যে, তার কর্মক্ষেত্র ইলমের ময়দান নয়।

শেষোক্ত দুই শ্রেণির উচিত ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহিমাহুল্লাহর কথাটি হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া। তিনি বলেন :

التسليم للفقهاء سلامة للدين

নিজেকে ফকিহদের কাছে সঁপে দিলেই নিরাপদ থাকবে আমার দীন।[১]

---

[১] আলজাওয়াহিরুল মুজিয়্যাহ, ১/৩৫৪

আমাদের এই পুস্তিকাটি তাদের জন্যই, যারা যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও ইলমি বিষয়ে মতামত প্রদান করতে উৎসাহবোধ করে। আশ্চর্যের কথা হলো—তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা নিজেদের 'তাফাক্কুহ ফিদ দীনের' কথা ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে। কেউ তো আবার নিজেকে দাবি করে বসে 'মুজতাহিদ'। এতটুকুই নয়; তারা বরং সাধারণ মানুষকেও আহ্বান করে সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে 'ইসতিমবাত' করার জন্য। অথচ তারা না আরবি ভাষা জানে আর না তাদের কোনো খবর আছে 'ইসতিমবাত' ও 'ইসতিদলালের' নিয়ম-নীতি সম্পর্কে। সালাফের ত্যাগ-তিতিক্ষার কোনো অনুভূতি তাদের মধ্যে নেই। এরা বিজ্ঞ আলিমদের দিকনির্দেশনা গ্রহণেরও সামান্য প্রয়োজন অনুভব করে না। অনূদিত কিছু গ্রন্থ, ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কিছু বক্তব্য পুঁজি করে নিজেদের মনে করে 'স্কলার'। আর এই ফ্যান্টাসি তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছে বিজ্ঞ আলিমদের থেকে।

এমন অযোগ্য লোকদের ইলমি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার কারণে আজ যেসব সমস্যা আমাদের সামনে আসছে এবং সমাজে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ছে, তা পরিলক্ষিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন থেকেই ভাবছিলাম এ-বিষয়ে সালাফের বিভিন্ন উক্তিসংবলিত কোনো প্রবন্ধ লিখে জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করবো। এতে করে যদি তারা সতর্ক হয়! কিন্তু অন্যান্য ইলমি কাজের কারণে সময় বের করা সম্ভব হচ্ছিল না। এখন যখন আমার গ্রন্থ 'ফিকহি ইখতিলাফ কি হাকিকত...' দ্বিতীয় সংস্করণের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল তখন বিষয়টি নিয়ে লেখার একটা সুযোগ হলো। আমি চাচ্ছিলাম যে, এ বিষয়ে সালাফের উক্তিগুলো দু-চার পৃষ্ঠায় লিখে এ কিতাবের পরিশিষ্ট হিসেবে সাথে যুক্ত করে দেবো। এমন চিন্তা থেকেই কাজ শুরু করলাম। কিন্তু একসময় খেয়াল করি আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে এবং এ-সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা সামনে চলে এসেছে। অবশেষে সবটা মিলিয়ে আরেকটু পরিপাটি করে এই পুস্তিকাটি তৈরি করি।

আল্লাহ তায়ালা পুস্তিকাটি কবুল করুন এবং মানুষকে এর থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ফয়সাল আহমাদ নদবী
দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ!
১৮ শাওয়াল ১৪৩৬
৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জনের পরিণতি

বর্তমান সময়ের বড় একটি সমস্যা হলো—আলিম নয় এমন সব মানুষ ইলমি বিষয়ে মতামত প্রদান করে বসছে। এবং বলা যায় এটা এক ফেতনারই রূপ পরিগ্রহ করছে। আলিম নয় বলতে—শিক্ষকের সান্নিধ্য ছাড়াই কিছু অনূদিত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু উপকরণের আশ্রয় নিয়ে সামান্য তথ্যের সংগ্রহ বৃদ্ধি করেছে যে; অথচ তারা মুখ খুলে বসছে জটিল সব ইলমি 'সমস্যা'র সমাধানে।

কিন্তু একথা কে না জানে যে—উসতাদের দীর্ঘ সোহবত ও সান্নিধ্য ছাড়া ইলমের শেকড় পর্যন্ত পৌঁছানো আদৌ সম্ভব হয় না। যার যতোটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবে উসতাদের সান্নিধ্যে, তার ইলম, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শেকড় প্রোথিত হবে তত গভীরে। ফলে সামান্য ঝড়ের মুখেই শেকড় বিচ্যুত হয়ে পড়বে না সে। ঘটবে না তার থেকে বড় কোনো স্খলন।

ইলম অর্জনের শর্ত

বহুকাল পূর্বে কেউ একজন বলেছিলেন :

أخي لن تنال العلم الا بستة # سأنبك عن تفصيلها ببيان

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة # وصحبة استاذ وطول زمان

ভাই, ছয় জিনিস ছাড়া কিছুতেই তুমি ইলম অর্জন করতে পারবে না। তা বিস্তারিত বলছি তোমায়- ১. স্মৃতিশক্তি; ২. আগ্রহ; ৩. পরিশ্রম; ৪. প্রয়োজনীয় সম্পদ (অধিক ধনদৌলতের কারণে আবার ইলম আসে না। দারিদ্র্য-অর্থকষ্‌ট, ক্ষুধা-অনাহার ও পিপাসার যন্ত্রণা ইলম অর্জনের জন্য সহায়ক)। ৫. উসতাদের সান্নিধ্য; ৬. ইলমের পেছনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা![২]

---

[২] তালিমুল মুতাআল্লিমীন, ৪০; যারনুজী রহ. এটাকে হজরত আলি রা. এর উক্তি হিসাবে লিখেছেন। ইয়াফেয়ি মিরআতুল জিনান, ২/২১; এবং আবশিহী আল মুসতাতরাফ, ১/৩১; ইমাম শাফেয়ী রহ. এর বাণী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনুন-নাজ্জার জাইলু তারিখিল বাগদাদ, ১/৮৯; এবং ইমাম সুবকি তাবাকাতুশ মাফিয়্যাতিল কুবরা ৫/২৮ গ্রন্থে ইমামুল হারামাইন শায়েখ আবদুল মালিক জুয়াইনী রহ. এর প্রতি নিসবত করেছেন।

অন্য বর্ণনায় أخي এর পরিবর্তে রয়েছে أصخ; অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে শোনো। আর কেউ কেউ العلم। تنال لا ألا নকল করেছেন। এমনিভাবে কোথাও কোথাও 'ইজতিহাদের' পরিবর্তে 'ইসতিবার' এবং

ইলমের সম্মান ও ভাবমূর্তির বিসর্জন

ইলম অনেক সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। যোগ্য ও মর্যাদাবান লোকেরাই একে অপর থেকে ইলম অর্জন করত। যার দরুন ইলমের মর্যাদা ও তাৎপর্য উত্তরোত্তর কেবল বৃদ্ধিই পেতে থাকতো। কিন্তু ইলম যেদিন কিতাবের পাতায় চলে এলো, সেদিন থেকেই অযোগ্যরা লিপ্ত হয়ে পড়লো ইলম অর্জনে। আর কিছুদিন না যেতেই শুরু করে দিলো নিজেদের মনমতো মতামত প্রকাশ।

শামের বিখ্যাত ফকিহ ইমাম আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৫৭ হিজরি) খুব গভীরভাবে এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন :

ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال بينهم حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله

ইলম সবসময়ই ছিল মর্যাদার বিষয়। যোগ্য ব্যক্তিরা একে অপর থেকে গ্রহণ করত। কিন্তু শিক্ষক ও মাশায়েখ ছেড়ে কিতাবের পাতায় যখন আশ্রয় নিল ইলম তখন অযোগ্যদের হাতে পড়ে তা খেলার উপকরণে পরিণত হল।[৩]

মর্যাদাহীন লোকদের ইলম অর্জনের পরিণাম

ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৬১ হিজরি) যখনই সমাজের মর্যাদাহীন লোকদেরকে ইলমে দীন শিক্ষা করতে দেখতেন তখন খুব কষ্ট পেতেন। তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। এই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইলম যখন আরব ও সম্মানিতদের মাঝে ছিল তখন তার মূল্যায়নও ছিল আর যখন তাদের থেকে বেরিয়ে সাধারণ ও মর্যাদাহীনদের কাছে এসে পড়েছে তখন তারা বিগড়ে দিয়েছে দীনকে।[৪]

মাকহুল রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১১৩ হিজরি) -কে ফকিহ তাবেয়িদের মাঝে গণ্য করা হয়। তার থেকেও এ-ধরনের মন্তব্য বর্ণিত আছে যে, সমাজের নিম্নশ্রেণি ও অযোগ্য লোকদের মাঝে তাফাক্কুহ সৃষ্টি হওয়া দীন-দুনিয়া উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।[৫]

'ইফতিকার' ও 'বুলগাহ'র পরিবর্তে এসেছে 'গুরবাহ' অর্থাৎ দিগদিগন্ত চষে বেড়াতে হবে। আর 'সোহবতে উসতাযের' পরিবর্তে কোথাও এসেছে 'ইরশাদে উসতায', আর কোথাও বর্ণিত হয়েছে 'তালকিনে উসতায'।

[৩] সুনানে দারেমী, ৪৭০; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/১১৪

[৪] আলজামি লি-আখলাকির রাবি, খতিব বাগদাদী রহ.; জামিউ বায়ানিল ইলম : ১/৬২০

[৫] জামেউ বায়ানিল ইলম : ১/৬২০